গবেষণার সারসংক্ষেপ

(Abstract)

ভূমিকা :

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনালগ্নে নির্মিত বহুবিচিত্র সাহিত্য শাখার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী ধারার শাখা হল অনুবাদ সাহিত্য। এই অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম ধারা রূপে 'রামায়ণ', 'ভাগবত'-এর পাশাপাশি বাংলা ভাষাও সংস্কৃতিকে আলোকিত করেছে 'মহাভারত'-এর মতো এক বহুল জনপ্রিয় শাখা। খ্রীস্ট্রিয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে একদিকে সাহিত্য সম্ভারের ম্লান প্রভা, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের মুসলিম সংস্কৃতির মিলিত মিশ্রিত প্রভাব, কিছুটা হলেও বাংলা সাহিত্যের গতিপথকে অবরুদ্ধ করলেও বাঙালী সংস্কৃতি অনুবাদ সাহিত্যের হস্তস্পর্শে নবরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। এই নব প্রবাহের আলোকছটায় 'মহাভারত'-এর মত সাহিত্য কীর্তির প্রভাব সর্বাগ্রে স্মরণীয়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, কৃষ্ণানন্দ বসুর মতো লেখকদের অবদান 'মহাভারত' রচনায় বিশেষ স্বীকৃতির ছবি রাখে। যাঁদের লেখনশৈলীর মধ্য দিয়ে অনুকরণ, ভাবানুবাদ, আক্ষরিক অনুবাদমূলক 'মহাভারত'-এর বিষয়কে পাঠক সমাজের কাছে উপভোগ্য করেছেন। এরপর আধুনিক সময়পর্বে ইংরেজ শাসন, গদ্য সাহিত্যের প্রচলন, ধীরে ধীরে নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটো গল্পের উদ্ভব হলেও 'মহাভারত'-এর প্রভাবে সাহিত্যের প্রায় কোনো শাখাকেই এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই উনিশ শতকে কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমন্দ্রের কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক, রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখদের পত্র-পত্রিকায় 'মহাভারত'-কে নবরূপে নির্মিত তথা এর জ্যোর্তিকনাকে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। যা আলোচ্য গবেষণাপত্রটির মূল অন্বেষিত বিষয় রূপে স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের পরিচয় সংক্ষেপ

আলোচ্য গবেষণাপত্রের এই অংশে 'মহাভারত'-এর তিনটি স্তরকে দেখানো হয়েছে। সেখানে ব্যাসদেবের জন্ম ও বংশ পরিচয়, 'মহাভারত' রচনার কাল পর্যায়, এমনকি আঠারোটি পর্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়কে তুলে ধরে বিভিন্ন কাব্যে 'মহাভারত'-এর প্রভাবকে সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে 'মহাভারত' চর্চা ও নবনির্মাণ

ব্যাসদেবের সংস্কৃত 'মহাভারত'-কে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে যে ব্যাপক চর্চা হয়, সেগুলির মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর, বিজয়পণ্ডিত, সঞ্জয়, শ্রীকরনন্দী, শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'মহাভারত', কোচবিহার রাজসভার 'মহাভারত', অন্যান্যদের 'মহাভারত', সর্বোপরি কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এই অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে, যা কিনা আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে 'মহাভারত' এর নবনির্মাণ-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে (১৮০০- ১৮৫০) 'মহাভারত' চর্চা ও নবনির্মাণ

মধ্যযুগের কবিরা সংস্কৃত 'মহাভারত' কে অবলম্বন করে বাংলা অনুবাদ শুরু করলেও তার বহুল প্রচলন ও ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পরে, শ্রীরামপুরে মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'কাশীদাসী মহাভারত' অনুবাদের পর থেকে। 'মহাভারত' কেন্দ্রিক তৎকালীন দৃষ্টিকোণ তথা শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'কাশীদাসী মহাভারত'-এর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড, এমনকি জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 'মহাভারত' এই অধ্যায়ে প্রসারিত দৃষ্টিকোণে বিস্তৃত আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫১-১৯০০) বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের নবনির্মিতি

এই অধ্যায়টি আলোচ্য গবেষণা কর্মটির মূল পথরেখা নির্মাণ করেছে। এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় 'মহাভারত'-এর নবনির্মাণকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গদ্য সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', অনুবাদ সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'মহাভারতের উপক্রমনিকা', শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত', উনিশ শতকের মুদ্রিত বাংলা 'মহাভারত পঞ্জী', প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র', কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ' পত্রধর্মী পৌরাণিক কাব্য', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃহসংহার',

নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' ও ক্ষুদ্রধর্মী কবিতার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাবিত্রী'-র মধ্যে লক্ষ করা যায়। পৌরাণিক নাটকে তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা', 'শ্রীবৎসচিন্তা', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'দুর্বাসার পারণ', বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ', হরলাল রায়ের 'শত্রুসংহার', ছোটোদের রচনায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা', সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহাভারত', রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য রূপে 'ক্ষুদ্রকবিতা', 'বিদায় অভিশাপ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', যাত্রায় মতিলাল রায় সহ অন্যান্যদের যাত্রা, এছাড়াও কিছু ক্ষুদ্র নাটক, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'বিচিত্রবীর্য' উপন্যাস সহ অগণিত রচনায় 'মহাভারত' জন্ম নিয়েছে নবভাবে, নব আঙ্গিকে, নব রূপে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

উপসংহার

উক্ত অধ্যায় থেকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে উনিশ শতকে ব্যাসদেবের সংস্কৃত 'মহাভারত' কে কেন্দ্র করে যে চর্চা ও নবনির্মাণের সূচনা হয় তা ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের যাত্রাপথকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে 'মহাভারত'-এর বিষয়বস্তুকে যেমন আকর্ষণীয় করেছে, তেমনি নবপ্রকরণে, প্রকৃতিতে আধুনিক লেখকদের চিন্তন, মননের বিচিত্র গতিপথ অতিক্রম করে নবনির্মাণে নির্মিত হয়েছে। গবেষণা পত্রের অন্বেষিত বিষয় গুলিই যেন সে দিকরেখাকে সুস্পষ্টতা দিয়ে যায়।